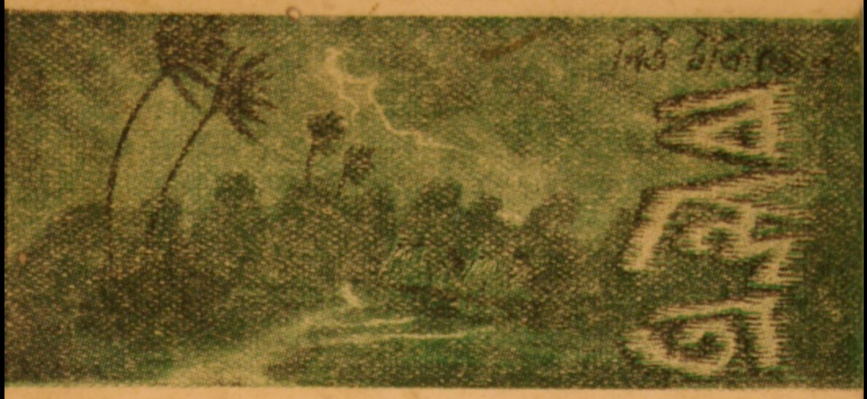

কাহিনী

বিধিলিপি আর কাকে বলে !

ধনী জমিদার অবিনাশ রায়ের একমাত্র বংশধর কুনাল।

কলকাতায় পড়তে এসে দৈবক্রমে জড়িয়ে পড়ে এমন একটি সংসারের সঙ্গে যাতে করে তাকে হঠাৎ বিবাহ করে সংসার পেতে বস্‌তে হয়।

ইতিমধ্যে বছর দেড়েক কেটে গেছে ; সন্তানও হয়েছে তাদের একটি—নাম তপন কুমার।

কুনালের বাপ-মা থাকেন জশিডীতে। সেখানেই তাদের জমিদারী। কিন্তু সমস্ত ঘটনাই তাঁদের কাছে আজও পর্য্যন্ত অজানা থেকে গেছে।

কুনালের বাপ-মা কোনদিন ভাবতেও পারেননি, তাঁদের অমতে এমন একটা ঘটনা ঘটবে যার ভাবী পরিণামের উপর এই কাহিনীর সূচনা।

কুনালকে সত্যই সেদিন বেশ একটু চিন্তিত দেখা গেল, যেদিন সে পেল তার বাবার কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামে লেখাছিল কুনালের বিয়ের ব্যবস্থা তিনি পাকা করে ফেলেছেন এবং সে যেন ফেরত ট্রেনেই দেশে রওনা হয়।

কুনালের স্ত্রী কল্পনা বলে : এখন উপায় ?

কুনাল আশ্বাস দেয়,—"বাবা অতটা নির্দয় হবেন না ! আমার কথা হয়ত তিনি উপেক্ষা কর'তে পারেন কিন্তু তোমার তপনের মুখখানি দেখে অন্ততঃ সব কথা মেনে নেবেন।"

কুনাল বেরিয়ে পড়ে জশিডীর উদ্দেশ্যে। ঠিক এই অবসরে আবির্ভাব ঘটে মানব সেনের।

সে ছিল কল্পনার পূর্ব্ব প্রণয়ী।

পুরানো ভালোবাসার দাবীতে সে চায় আবার নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা ক'রতে।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।

কুনাল রায়কে ষ্টেশন থেকে ফিরে আস্‌তে হলো, তাড়াতাড়িতে ফেলে যাওয়া টিকিট এবং মনিব্যাগ নিয়ে যেতে।

নবাগত মানব সেনকে দেখে সে অবাক হয়।

কল্পনা বলে,—"বিয়ের আগে তোমাকে যে নরাধমের কথা বলেছিলাম তাঁরই হচ্ছেন তিনি।"

কথায় কথা বাড়ে!

হঠাৎ উত্তেজনার বশে কুনাল মানবের মাথায় আঘাত করে বসে।

সংজ্ঞাহীন মানবকে দেখে কুনালের ভয় হয় বুঝিবা সে তাকে হত্যা করে বসেচে।

ভয়ে বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে পড়ে এবং ট্রেনে রওণা হয় জশিডী- অভিমুখে।

কিন্তু জশিডী যাওয়া তার আর হয় না। মাঝ রাস্তায় কোন এক ষ্টেশনে সে নেমে পড়ে।

দিন যায়! মাস যায়

কুনালের আর কোন খবর পাওয়া যায় না। সকলেই ভাবে নিশ্চয়ই ট্রেন দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটেছে।

কল্পনা এখন নিরুপায়! এই ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে-সে এখন কোথায় দাঁড়াবে।

অবশেষে এসে হাজির হলো এক আশ্রমে, যেখানে হাজার হাজার তপনের মত শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে।

আশ্রমে তপন দিন দিন বাড়তে থাকে।

চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন দেহ ভেঙ্গে পড়ে কল্পনার, হাঁসপাতালে শয্যা নিতে হয় তিন মাসের জন্য।

পুত্র শোকের বেদনা যে কতটা মর্মান্তিক হয়ত' রায় বাহাদুর তা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন। আজ তিনি নিজের ভুল ও কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করবার জন্য ব্যাকুল।

পৌত্র এবং পুত্রবধুকে ফিরে পাবার জন্য তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের জবাব তিনি পেলেন এবং যথাসময়ে রায়বাহাদুর আশ্রমে এসে তপন কুমারকে নিয়ে গেলেন তার বাড়ীতে।

কল্পনা হাঁসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েই পুত্রের খবর নিতে আশ্রমে এসে দেখলে সেখানে তপন নেই!

স্বামী হারা——পুত্র হারা——গৃহহারা এই নারীর এখন উপায় কী?

কুনাল রায়ই বা গেল কোথায়?

পৌত্রকে কাছে পেয়ে বৃদ্ধ জমিদারের অবস্থাই বা কী?

ভবঘুরে মানব সেনের জীবনের শেষ পরিণামই বা কেমন?

এই সব জটিল সমস্যার গ্রন্থি-মোচন করবে রূপালী পর্দ্দায় প্রতিফলিত—"বন্দিতা"।

গান ঃ

(১)

ও সজ্‌না তুম কিঁউ নেহি হামারে পাশ্‌
ও বাল্‌মা কিঁউ নেহি হামারে পাশ্‌।
আয় বসে কিস্‌ ন্যাগরী
তোড়কে হামারি আশ্‌॥
রো রো ব্যান্‌ কাটত হ্যয় সারি
সুখ চলি জীওন্‌ ফুল ওয়ারী
নয়ন্‌ ন নিদন্‌ চায়ন্‌ জিয়ামে
আশ্‌ হুয়ি হ্যয় নিরাশ।
ক্যায়সে লিখে বিধিনে
ক্যায়সে লাগায় ন্যজর কিসিনে
উজড় গয়া ঘর বাসা বাসারা
বুঝি ন দিল্‌কি পিয়াস।

(২)

মোর নয়নের তারায় তারায়
দৃষ্টি আপন রাখি
তোমায় জানায় আদাব আজি
এই দুনিয়ায় ফাঁকি।
সবার-দান এ নয় তো প্রিয়
বিশ্ব-সাকীর কুসুম তনু
চাঁদ বুঝি যার কপোল তিলক
রামধনু যার ভুরুর ধনু।
কোথায় সরাব হায় সরাবী
শুধুই আঁখির ফাঁকি
প্রাণের সুরা পাত্র ভরা
বিলায় নিখিল ফাঁকি।
স্বর্গ-কাঙাল হায় মুসাফির
মিছেই ছোটা তোর সুখের মোহে
মাটির বেহেস্ত এই দুনিয়ায়
স্বর্গ সুখের স্বপন রহে।
ধূলির দেহ মিশবে ধূলায়
গোরস্থানে আপন কুলায়
পান্থশালায় ক্ষণিক থাকায়
রয়না যেন পাওনা বাকি।
লাল পিয়ালায় রঙীন সরাব
পান করে নাও ক্ষণিক থাকি।

(৩)

খুসীর-হাওয়া এল এলরে
এল মন বনে
সে দোলা দিল গেল মনে।
বুঝি স্বপ্ন-দেখা কোন মায়া পরী
ধরায় নেমে এল মূর্ত্তি ধরি'
মধুর ভাষা কোন গোপন আশা
লুকিয়ে ছিল নয়নে
দোলা দিয়ে গেল মনে।
সে বাঁধন-হারা ঝরণা ধারা
হঠাৎ জাগা সন্ধ্যা তারা
বাসন্তিকা সে বাসন্তিকা
মালঞ্চে মোর জ্বলে ফুলের শিখা।
সে ক্ষণেক এসে এক নিমেষে
আনলো ফাগুন এ জীবনে
দোলা দিয়ে গেল মনে।

(৪)

ও স্বপন-কুমার নয়ন যে খোঁজে তোমায় রে
নয়ন যে খোঁজে তোমায়।
বেঁধেছি আজ ঝুলন-দোলা পিয়াল বনের বীথিকায়
(মোর) নয়ন যে খোঁজে তোমায়।
ও সোনার মেয়ে—
নয়ন যে খোঁজে তোমায় রে
নয়ন যে খোঁজে তোমায়
আমার মনে কুঞ্জবনে
ফাগুন যে তোমারে চায় (গো)
(মোর নয়ন যে খোঁজে তোমায়!
কোয়েল পাখী শুধায় ডাকি
এই পথে সে আসবে না কি
মৌটুসী ফুল তোমার পথেই
মুখ তুলে হেসে তাকায়।
মাথায় তোমার হীরের মুকুট
মোতির মালা গলে
হাসলে তুমি মাণিক ঝরে
মুক্তা চোখের জলে।
তোমার দেশে ফুলের দেশে
মৌমাছি-মন যায় যে ভেসে
দূরে থেকেও কাছে কাছে
হিয়া যে ঘুরে বেড়ায়।

12-5-45

(৫)

ভালবাসা হায় ভালবাসা
কেউ বলে হায় প্রাণের-সুরা
কেউ বলে হায় চোখের নেশা।
চোখের নেশার নাম যদি 'প্রেম'
সকল জনার লাগি'
মদির আঁখি হয় না কেন
নিবিড় অনুরাগী ?
একটি প্রাণের লাগি কেন
দুইটি নয়ন ব্যাকুল হেন
এ কোন সুরার এমন নেশা
এ কোন মধুর তৃষা ?
'প্রেম' যদি হয় প্রাণের সুরা
রচনা তার হায়
প্রাণ-ভাঙা লাল শোণিত-ভরা
প্রাণের পিয়ালায়
প্রাণ-নিঙাড়ি রচনা যার
সেই সুরা কি প্রাণ জুড়াবার
জানি না হায় প্রেমের কি নাম
ভালবাসার ভাষা।

(৬)

নোতুন দিনের গান গাই
আমি আঁধার রাতে
নোতুন যুগের স্বপ্ন আমার
আঁখির পাতে॥
যারা লাঞ্ছিত অসহায়
যারা কেঁদে মরে বেদনায়
মিলাব এ হাত ভালবেসে
আমি তাদেরি' হাতে॥
যে ফুল আজিও আঁধারে ঘুমায়
আলোক দেখাব তায়
বন্দিনী হ'বে বন্দিতা মোর
মুক্তির সাধনায়॥
নব আশার প্রদীপ ধ'রে
পথ দেখাব নোতুন ক'রে
প্রভাতের পানে চলিব
চলিব আমরা সবার সাথে।

পরেই আসিতেছে

নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত

কে, বি, পিকচার্সের

ভাবীকাল

সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত

বন্দিতা সংগঠনেঃ

প্রযোজনায় : কে, তুলসান
কর্ম-নির্দেশনায় : অমিয় মাধব সেনগুপ্ত
পরিচালনায় : হেমন্ত গুপ্ত, রাজেন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায় : নিত্যানন্দ গুপ্ত
কাহিনী ও সংলাপে : হেমন্ত গুপ্ত
গীত-রচনায় : মণিমালা দেবী, প্রণব রায়
সুর-সংযোজনায় : তিমিরবরণ, হিমাংশু দত্ত, সুবল দাশগুপ্ত
আলোক-চিত্রগ্রহণে : অজয় কর
শব্দ-নিয়ন্ত্রণে : গৌর দাস
চিত্র-পরিস্ফুটনে : ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনায় : রবীন দাস
শিল্প-নির্দেশনায় : মণি মজুমদার
নৃত্য-পরিকল্পনায় : ব্রজ পাল

সহকারিতায়ঃ

পরিচালনায় : প্রবোধ সরকার, হীরেন রায়, সরোজ ব্যানার্জি
শব্দ-নিয়ন্ত্রণে : সত্যেন ঘোষ, সিদ্ধি নাগ
ব্যবস্থাপনায় : মিহির মুখার্জি
সুর-সংযোজনায় : ফ্রেডারিক বোস, গোপেন মল্লিক
চিত্র-পরিস্ফুটনে : শম্ভু সাহা, সেখ মজু, সুবেশ রায়, চণ্ডী শীল, সামান্য রায়,

কুশীলবগণঃ

ছায়া দেবী, মণিকা গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র, জহর, ছবি, রবীন,
ফণি রায়, সুপ্রভা, নরেশ মিত্র, প্রভা, কৃষ্ণধন, মিহির,
আশা, ধীরেন, পুলিন, সবিতা, সুলেখা, সুধীর,
মুরারী, অনাথ, সুশীল, ছায়া (ছোট),
নিত্যানন্দ, অর্পণা, হরিদাস।

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জি, সি, রায় কর্তৃক জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ছয় পয়সা।

কাহিনী

বিধিলিপি আর কাকে বলে !
ধনী জমিদার অবিনাশ রায়ের একমাত্র বংশধর কুনাল।
কলকাতায় পড়তে এসে দৈবক্রমে জড়িয়ে পড়ে এমন একটি সংসারের সঙ্গে যাতে করে তাকে হঠাৎ বিবাহ করে সংসার পেতে বসতে হয়।
ইতিমধ্যে বছর দেড়েক কেটে গেছে ; সন্তানও হয়েছে তাদের একটি—নাম তপন কুমার।
কুনালের বাপ-মা আছেন জশিডীতে। সেখানেই তাদের জমিদারী। কিন্তু সমস্ত ঘটনাই তাঁদের কাছে আজও পর্য্যন্ত অজানা থেকে গেছে।
কুনালের বাপ-মা কোনদিন ভাবতেও পারেননি, তাঁদের অমতে এমন একটা ঘটনা ঘটবে যার ভাবী পরিণামের উপর এই কাহিনীর সূচনা।
কুনালকে সত্যই সেদিন বেশ একটু চিন্তিত দেখা গেল, যেদিন সে পেল তার বাবার কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম।
টেলিগ্রামে লেখাছিল কুনালের বিয়ের ব্যবস্থা তিনি পাকা করে ফেলেছেন এবং সে যেন ফেরত ট্রেনেই দেশে রওনা হয়।
কুনালের স্ত্রী কল্পনা বলে : এখন উপায় ?
কুনাল আশ্বাস দেয়,—"বাবা অতটা নির্দয় হবেন না ! আমার কথা হয়ত তিনি উপেক্ষা কর'তে পারেন কিন্তু তোমার তপনের মুখখানি দেখে অন্ততঃ সব কথা মেনে নেবেন।"
কুনাল বেরিয়ে পড়ে জশিডীর উদ্দেশ্যে। ঠিক এই অবসরে আবির্ভাব ঘটে মানব সেনের।
সে ছিল কল্পনার পূর্ব্ব প্রণয়ী।
পুরানো ভালোবাসার দাবীতে সে চায় আবার নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষা ক'রতে।
নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।
কুনাল রায়কে ষ্টেশন থেকে ফিরে আসতে হলো, তাড়াতাড়িতে ফেলে যাওয়া টিকিট এবং মনিব্যাগ নিয়ে যেতে।
নবাগত মানব সেনকে দেখে সে অবাক হয়।

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ